এম.এ. প্রবেশিকা পরীক্ষা ২০১১

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্ণমান ৫০ সময় ২ঘন্টা

১। যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখো : ২০

ক) প্রাচীন বাংলা ও চর্যাপদের ভাষা
খ) আধুনিক বাংলা কবিতা
গ) একালের বিজ্ঞাপনের ভাষা
ঘ) আঞ্চলিকতা ও বাংলা কথাসাহিত্য
ঙ) চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য
চ) বাংলার লোকসংস্কৃতি
ছ) চলচ্চিত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রয়োগ

২। নীচের দুটি গুচ্ছের প্রতিটি থেকে অন্তত একটি বেছে নিয়ে মোট চারটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো। ৫ X৪ =২০

ক) মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, স্বরভক্তি, নাসিক্যীভবন ও বিনাসিক্যীভবন, ঘোষীভবন ও অঘোষীভবন, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি

খ) সমাচারদর্পণ, বেঙ্গলী থিয়েটার, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, গৌরচন্দ্রিকা, মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়, উজ্জ্বলনীলমণি, শরদিন্দুর ঐতিহাসিক উপন্যাস, প্রথম পার্থ, তিতাস একটি নদীর নাম, মালিনী।

৩। উদ্ধৃত অংশটির ভাবার্থ লেখো। ১০

দু দেয়ালে রুজু রুজু
দুটো ছবি
টাঙানো পেরেকে।
একটিতে কাঁটায় বিদ্ধ
যীশুখ্রীষ্ট !

অন্যটিতে
হেলায় করেন কর্ণ মৃত্যুকে বরণ
রথের চাকায় হাত রেখে।

দুটোই জ্বলজ্বল করছে।
বিধিবহির্ভূত দুটি
চিরঞ্জীব
জন্মের মহিমা।

তার নীচে
যেখানেই থাক --
একবার ফিরিয়ে ঘাড়,
দেখো, কুমারী মা :

বাইরে চলে সারারাত অক্লান্ত বর্ষণ
থেকে থেকে চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ
জন্মাষ্টমীর মতো অন্ধকার
এই আলো নেভানো শহরে :

দেখো, ঘর আলো করে
জন্মদুঃখী মা আমার
সুখস্বপ্নে
এক হাতে চিবুক ।

অন্যহাতে
ভারবহনের গর্বে ধরে আছে
জানলার গারদ ।

জেনে তুমি সুখী হও --
কাল তার সাধ ।।

অথবা

রিকশার চাকা দুটো ঘুরতে ঘুরতে এইখানটায় এসে দাঁড়ায় । আমার বাড়ির সামনে অপেক্ষা করে । যে-লোকটা চালায় একদিনও তার কামাই নেই, এই বিষম ঠাণ্ডাতেও না । এমনিতে তাকে দেখে আমার চেনার কথা নয়, কারণ তার মুখটা যেন রোজই বদলায় । চাকা দুটোর ঘোরা থেকে চিনি ।

সন্ধের পর ছেলেবউকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে । কোন মহল্লা থেকে তা আমার কাছে পরিষ্কার নয় । শুধু এইটুকুই বুঝতে পারি, ভুতুড়ে আলোগুলো পার হয়ে গেলে এক প্রকাণ্ড যে শীতের রাত পড়ে তার ওপারে সে থাকে । যেখানেই থাকুক কিছু আসে যায় না । আমার বাড়িটা যে তার চেনা, আমাদের দু-জনের পক্ষে এটাই বড় কথা ।

শীতের ঢেউ যে-সব রাস্তায় আছড়ে পড়ে সেই সব রাস্তা দিয়ে রিক্শা চড়ে আমি অনেকবার গিয়েছি । তখন মানুষটার মধ্যে আগুন গনগন করতে দেখেছি, মনে হয়েছে তার অস্থিমজ্জা জ্বলছে । আমার গায়ে সেই আঁচ এসে লেগেছে । তার সুতীর ফতুয়াটা তখন তীব্রভাবে উড়তে থাকে এবং আমার ভয় হয় আমার গরম জামাকাপড় বুঝি দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে । কিন্তু না, প্রত্যেকবারই সে ভুতুড়ে আলোগুলোর মধ্যে দিয়ে আমাকে আবার এইখানে ঠিকমতো পৌঁছে দিয়েছে । এমনকী তার বাড়িটা যে একসময়ে খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল, এ অনুভূতিটাও আর লেশমাত্র থাকেনি । আজও সে আমাকে নিয়ে শীতের রাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং নিরাপদে আবার ফিরিয়ে আনবে ।

খুব সম্ভব কোনো একদিন সে আসতে পারবে না । ভেতরের আগুনটা নিবে গিয়ে সে ঠাণ্ডায় জমে পাথর হয়ে কোথাও পড়ে থাকবে । কিন্তু তা বলে রিক্শার চাকা দুটো তো মাটিতে গেড়ে যাবে না । তারা আবার ঘুরবে এবং তাই থেকে আমি বুঝব সেই রিকশাওয়ালা হাজির হয়েছে, এখন যেমন বুঝি । এটাই আমার কাছে এক স্বস্তি ।